সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৪

# CONNEXION

steering telecom ahead

## বাংলাদেশ: মোবাইল সেবার অগ্রদূত

PP14 BUSAN KOREA

ITU

## এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

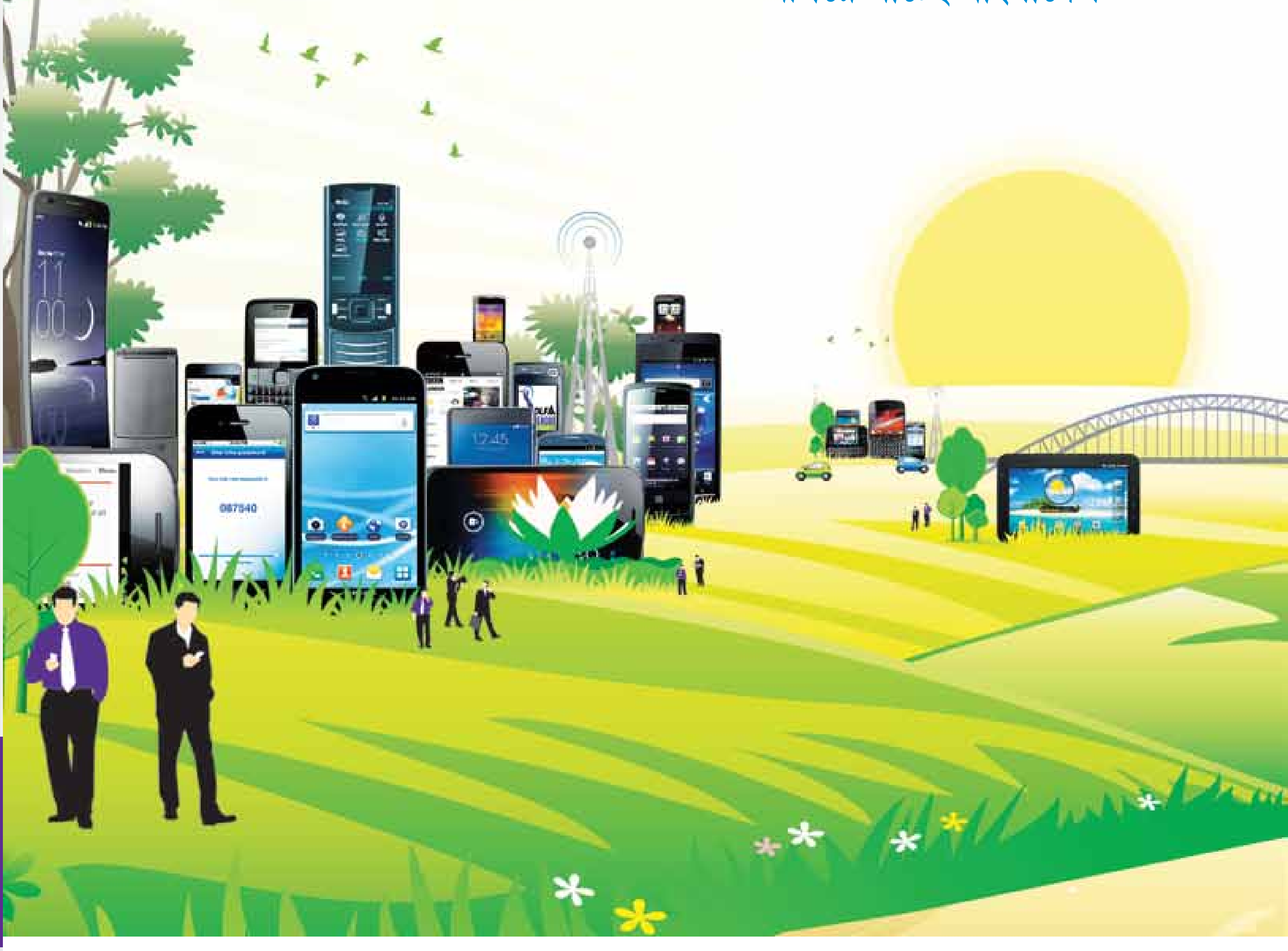

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

THE VOICE OF BANGLADESH MOBILE TELECOM INDUSTRY

# CONNEXION

এমটব-এর দ্বিমাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০২, খণ্ড ০৪

# সূচিপত্র

| | |
|---|---|
| সম্পাদকের টেবিল থেকে | ০১ |
| আপনি জানেন কি?, সংখ্যা ও বিশ্লেষণ | ০২ |
| বাংলাদেশ: মোবাইল সেবার অগ্রদূত | ০৩ |
| এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ | ০৫ |
| বাংলাদেশে সিটিও'র ৫৪তম বার্ষিক টেলিযোগাযোগ ফোরাম অনুষ্ঠিত | ০৮ |
| জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালার গুরুত্ব | ১০ |
| জিএসএমএ-এমটব কর্মশালায় বাংলাদেশে মোবাইল সম্ভাবনার নয়া দিগন্ত উন্মোচন | ১২ |
| এমটব সদস্যদের কার্যক্রম | ১৪ |
| এমটব সহযোগী সদস্যদের কার্যক্রম | ১৭ |
| এমটব কার্যক্রম | ১৮ |

## সম্পাদনা পরিষদ

**আশরাফুল এইচ. চৌধুরী**
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

**তাইমুর রহমান**
রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স সিনিয়র ডিরেক্টর
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

**মোঃ মাহফুজুর রহমান**
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

**মাহমুদ হোসেন**
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

**মতিউল ইসলাম নওশাদ**
চীফ কর্পোরেট অ্যান্ড পিপল অফিসার
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

**কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস**
জিএম, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

**টি, আই, এম, নূরুল কবীর**
সম্পাদক, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

**মুস্তাক হুসাইন**
নির্বাহী সম্পাদক

"ConneXion"-এর অনলাইন সংস্করণের জন্য ভিজিট করুন–
www.amtob.org.bd | মতামত জানান: connexion@amtob.org.bd

সম্পাদকীয়

# সম্পাদকের টেবিল থেকে

লক্ষ লক্ষ তৃণমূল মানুষের হাতে মোবাইল যোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মোবাইল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাপনে পরিবর্তন এনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত পরিবর্তক এবং উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে।

এ খাতকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের আইন ও নীতি কাঠামো সংস্কার অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯৮ সালের জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা নতুন প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে হালনাগাদ করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আর্থিক বিষয়াদী মোবাইল সেবায় অন্তর্ভুক্ত করলে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর লক্ষ্য প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

তৃতীয় প্রজন্মের প্রযুক্তি চালু হবার পর থেকে মোবাইল ইন্টারনেটের চাহিদা বৃদ্ধিতে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। সম্প্রতি দেশে ৪০.৮৩ মিলিয়নেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে যার ৯৭.৩৫ শতাংশ মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মাধ্যমে সরবরাহ হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে টেলিযোগাযোগ খাতের করব্যবস্থা এবং ট্যারিফ নীতি পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে আরো বেশি তথ্য ও যোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, যা আর্থিক সেবা সরবরাহের জন্যও অত্যন্ত জরুরি। মোবাইল আর্থিক সেবা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবহৃত সবচেয়ে জনপ্রিয় সেবা।

বাংলাদেশ অনেক আন্তর্জাতিক ফোরামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সফল হয়েছে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-এর বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ দেশ সবসময় আন্তর্জাতিক ফোরামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে আগ্রহী।

জাতিসংঘের টেলিযোগাযোগের বিশেষ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর কাউন্সিল সদস্যপদ ধরে রাখতে বিভিন্ন বন্ধুভাবাপন্ন দেশের সমর্থন প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ।

বর্তমানে বাংলাদেশ আইটিইউ-এর নির্বাহী পরিষদের একটি সদস্য রাষ্ট্র এবং 'ই-অঞ্চল' নামে পরিচিত এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া অঞ্চল থেকে আবারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে। জাতিসংঘের নির্বাহী সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ তার নেতৃত্ব ও দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখতে সব দিক থেকে প্রস্তুত।

টি, আই, এম, নূরুল কবীর

## এমটব

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিগত সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্পখাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। বিশ্বমানের একটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

## এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ

**জিয়াদ শাতারা**
চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

**বিবেক সুদ**
ভাইস চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– গ্রামীণফোন লিমিটেড

**টি, আই, এম, নুরুল কবীর**
সেক্রেটারি জেনারেল– এমটব এবং
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব

**পি ডি শর্মা**
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

**মেহবুব চৌধুরী**
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

**সুপুন বীরসিংহে**
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– রবি আজিয়াটা লিমিটেড

**গিয়াস উদ্দিন আহমেদ**
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক– টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

## আপনি জানেন কি?

মোবাইল ফোন আসক্তদের জন্য এই সর্বপ্রথম চীনের চংকিং শহরে **১০০ ফুট লম্বা** একটি রাস্তা রয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে, যাদের **চোখ সারাক্ষণ মোবাইল স্ক্রিনে** আটকে থাকে তাদের জন্য আলাদাভাবে নকশা করা **একটি লেনও রয়েছে সেখানে**

**আল্ট্রা-ফাস্ট** চার্জিং ব্যাটারি মাত্র **দুই মিনিটে ৭০ শতাংশ** চার্জ সম্পন্ন করতে পারে

জাপানের **৯০ শতাংশ মোবাইল ফোন** পানি প্রতিরোধক, কারণ **তরুণ-তরুণীরা গোসলের সময়ও** ফোন ব্যবহার করে

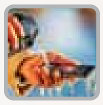

সেলফোন সাথে না থাকলে বা সিগন্যাল না পাওয়া গেলে যে **ভীতি দেখা দেয়** তার নাম **নোমোফোবিয়া**

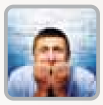

## সংখ্যা ও বিশ্লেষণ

২০১৪ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের প্রায় **২.৯ বিলিয়ন** অথবা **৪০ শতাংশ** মানুষকে অনলাইনে পাওয়া যাবে

**প্রবৃদ্ধির বর্তমান হার অনুযায়ী ২০১৭ সাল নাগাদ** বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা অনলাইনে থাকবে

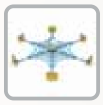

২০১৪ সালের মধ্যে বিশ্বে স্বতন্ত্র মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় **৩.৪ বিলিয়নে**

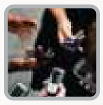

২০১৪ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বজুড়ে মোবাইলফোন গ্রাহকের সংখ্যা **৬.৯ বিলিয়ন** ছাড়িয়ে যাবে, যার তিন ভাগ গ্রাহক উন্নয়নশীল দেশগুলোর এবং অর্ধেকের বেশি **এশিয়া-প্যাসিফিক** অঞ্চলের

# বাংলাদেশ: মোবাইল সেবার অগ্রদূত

বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক দিয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি জিএসএমএ-এর "কান্ট্রি ওভারভিউ: বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায় যে, নিম্ন আয়ের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং নেটওয়ার্ক কভারেজের দিক থেকে সমকক্ষ অন্যান্য দেশকে ছাড়িয়ে গেছে।

১৯৮৯ সালে প্রথম সেল্যুলার লাইসেন্স ইস্যু হওয়ার পর ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা হয়। জাপানে ১৯৭৯ সালে প্রথম লাইসেন্স ইস্যু হবার এক দশকের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে মোবাইল টেলিফোন চালু হয়েছিল।

## মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজ

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা (এমএনও) এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৯.১৭ শতাংশ এবং ভৌগলিক এলাকার প্রায় ৮৯.৫০ শতাংশ নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি দেশের ৬৪টি জেলা শহরে থ্রিজি নেটওয়ার্ক পৌঁছে দিয়েছে।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এ অঞ্চলের সকল দেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে আছে। নেটওয়ার্ক অবকাঠামো স্থাপনে সীমিত বিদ্যুৎ সরবরাহ দিয়েই গ্রামাঞ্চলে অপারেটররা তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রধান বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ডিজেল জেনারেটর, তবে বিকল্প শক্তি সমাধান যেমন- সৌর শক্তি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছে।

## দশম বৃহত্তম মোবাইল গ্রাহক

মোবাইল গ্রাহক সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের দশম স্থান অধিকারী দেশ। বিভিন্ন স্তরের আয়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মোবাইল ব্যবহারকারীর গড় হারের দিকে থেকে বাংলাদেশ নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের অর্থনীতির দেশ হলেও এখানে মোবাইল ব্যবহারকারীর হার তুলনামুলকভাবে বেশি।

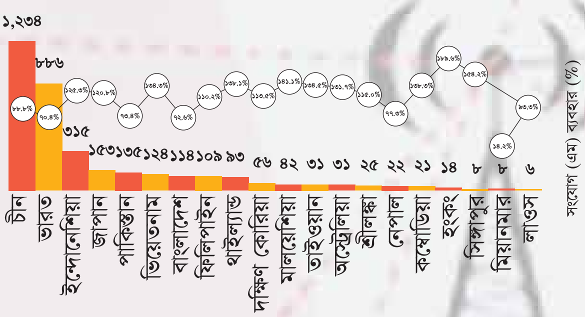


বাংলাদেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বিস্তারলাভ করেছে; ২০০৩ সালে যেখানে মোবাইল ব্যবহারকারীর হার ছিল মাত্র ১ শতাংশ সেখানে বিগত ১০ বছরে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। জিএসএমএ-এর বিশেষজ্ঞদের মতে ২০২০ সাল নাগাদ এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ শতাংশে পৌঁছবে।

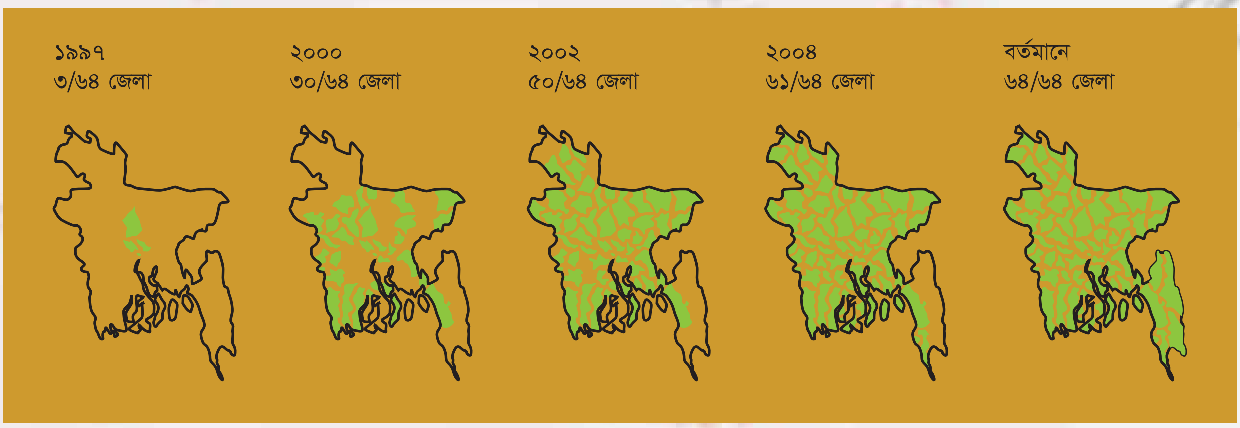


## মোবাইল আর্থিক সেবা

বর্তমানে বাংলাদেশে ১ কোটি ৬০ লক্ষেরও অধিক মোবাইল মানি গ্রাহক আছে, যার মধ্যে সক্রিয় অ্যাকাউন্ট ৪০ শতাংশ। এই হার বিশ্বের ৩০ শতাংশ গড় হারের চেয়ে অধিক। প্রাপ্তবয়স্ক মোবাইল মানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা মাত্র ১৬

| বর্ণনা | মার্চ ২০১২ | ডিসেম্বর ২০১৩ | জুন ২০১৪ |
|---|---|---|---|
| এজেন্টের সংখ্যা | ৯,০৯৩ | ১৮৮,৬৪৭ | ৪১৪,১৭০ |
| রেজিস্ট্রেশনকৃত অ্যাকাউন্টের সংখ্যা (মিলিয়ন) | ০.৪ | ১৩.২ | ১৬.৭ |
| সক্রিয় অ্যাকাউন্টের সংখ্যা (মিলিয়ন) | না | ৬.৫ | ৬.৭ |
| মোট ট্রানজেকশন (মার্কিন ডলার, মিলিয়ন) | ২৫.৯ মার্কিন ডলার | ৮৫৭.৪ মার্কিন ডলার | ১,১০০.১ মার্কিন ডলার |

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

শতাংশ তবে এই ক্ষেত্রে এখনো প্রবৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে অপারেটররা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে। আর এটি সম্ভব করতে বাজার ব্যবস্থার উন্মুক্তকরণ প্রয়োজন।

জিএসএমএ-এর মোবাইল আর্থিক সেবার বার্ষিক বৈশ্বিক জরিপে অপারেটরদের দ্বারা পরিচালিত সেবার দ্রুত প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে দেখানো হয়েছে।

## কৃষিতে মোবাইল

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতায়নে সহযোগিতার পাশাপাশি কৃষি খাতের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে এদেশের অনেক মোবাইল অপারেটর তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করছে। যেমন, আবহাওয়া ও ফলন সংক্রান্ত তাৎক্ষণিক তথ্য জীবনে পরিবর্তন এনেছে। টিভি, সংবাদপত্র এবং রেডিওর মতো অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় মোবাইল ফোনের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

## স্বাস্থ্যসেবায় মোবাইল

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার এবং কল সেন্টার রোগীদের কষ্ট অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে। এখন তারা শুধুমাত্র একটি শর্ট কোড ডায়াল করে মুহূর্তের মধ্যেই একজন দক্ষ ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারে এবং চিকিৎসা পরামর্শ নিতে পারে।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত অনেক উদ্ভাবনী সেবা নিয়ে এসেছে। মানুষ তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ইউটিলিটি বিল পরিশোধসহ ট্রেনের টিকেট ক্রয় এবং গাড়ি রেজিষ্ট্রেশন ফি প্রদান করছে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সবসময় নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলো।

নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেন যে- বাংলাদেশ তার নির্দিষ্ট কিছু খাতে অগ্রগতি অর্জন করে বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, জন্ম এবং নবজাতক ও মাতৃ মৃত্যুর হারহ্রাস, প্রান্তিক মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান সহ শিশুদের টিকা নিশ্চিতকরণে অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করেছে এদেশ।

*বাংলাদেশ তার নির্দিষ্ট কিছু খাতে অগ্রগতি অর্জন করে বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, জন্ম এবং নবজাতক ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস, প্রান্তিক মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান সহ শিশুদের টিকা নিশ্চিতকরণে অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করেছে এদেশ।*

মোবাইল খাত একটি মূলধন ঘন শিল্পখাত, যা একটি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি (এনটিপি) ৯৮ এর অধীনে গ্রাহকের উচ্চ প্রবৃদ্ধির সময়কালে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই এই নীতি পর্যালোচনার এখনই উপযুক্ত সময়।

বাংলাদেশে প্রায় ৪ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সেল ফোন নেই। মোবাইল ফোন কেনার খরচ অত্যধিক হওয়াই এর প্রধান কারণ। এই শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য আরো বাস্তবধর্মী ও অত্যাধুনিক নীতি কাঠামো প্রয়োজন। বর্তমানে একই হারে এই শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না। দেশের মোট কর-এর ১০ শতাংশ আসে যে খাত থেকে অতিরিক্ত করারোপ সে খাতকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

থ্রিজি-এর গ্রাহক বৃদ্ধিকে আরো গতিশীল করতে আমাদের প্রয়োজন বাংলাদেশে ইন্টারনেটের জন্য মোবাইল ইকোসিস্টেমের রূপরেখা গঠন করা। সিম কার্ডের কর অব্যাহতি দিলে গ্রাহকসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

এই সুবর্ণ মুহূর্তে যদি জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি সংশোধন করা না হয় তাহলে এই শিল্পখাত গুরুতর ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। সিম কর বাদ দিলে গ্রাম ও শহরের সম্ভাব্য ৪ কোটি গ্রাহকের কাছে পৌঁছনো সম্ভব হবে।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকার আর্থিক তহবিল গঠন করতে পারে। পাশাপাশি মোবাইল অপারেটরদের স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য উন্মুক্ত করা এবং নতুনত্বকে স্বাগত জানানো উচিত। শুধুমাত্র সরকারের নীতিমালাই নয় বরং এই খাতে অপারেটরদের ব্যবসায়িক মডেলও ভীষণভাবে জরুরি।

# এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

জনশক্তিই বাংলাদেশের মূল চালিকাশক্তি। জনগণ বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর এ জন্যই সামাজিক ঐক্য এবং গতিশীল উন্নয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনগণের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন এই দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন ২০১১-এ 'জনগণের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন' আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং স্বীকৃত হয় যে, সকল পর্যায়ের পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং নীতিমালার কেন্দ্রে থাকবে দেশের জনগণ।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র বেশ কয়েকটি অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে উদাহরণ হয়ে উঠেছে। মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের অবদানের কথা আজ বিশ্বে সুবিদিত। সম্প্রতি ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াউনদে-তে অনুষ্ঠিত ৬০তম কমনওয়েলথ সংসদীয় সম্মেলনে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে ৫৩টি কমনওয়েলথ দেশের ১৭৫টি সংসদ থেকে মোট ৩২১ জন সদস্য তাদের ভোট প্রদান করেন। আগামী তিন বছরের জন্য বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী সিপিএ-এর ৩৫টি শক্তিশালী নির্বাহী পরিষদের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

## বিশেষ সাফল্য

ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৪-এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র হাতে "ট্রি অব পিস" স্মারক তুলে দেওয়ার সময় ইউনেস্কো মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা বলেন যে "প্রকৃতপক্ষে, তাঁর (শেখ হাসিনা) নেতৃত্বেই 'বৈশ্বিক শিক্ষার প্রথম উদ্যোগ'-এ চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ"।

কন্যা ও নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশ ইউনেস্কো প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কার অর্জন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "ট্রি অব পিস" স্মারক বাংলাদেশের প্রতিটি নারী ও শিশুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। ২০১৩ সালের সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড-এর মূল বিষয় ছিল "টেকসই উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি"।

*তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আইটিইউ সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামাদুন আই. টরের কাছ থেকে গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড চিলড্রেন'স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা*

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক সংস্থা সাউথ-সাউথ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের কমিটির ষোড়শ অধিবেশনের বিষয়বস্তুর সাথে সাউথ-সাউথ সহযোগিতা উদ্বোধন করা হয়। নিউ ইয়র্কে সাউথ-সাউথ পুরস্কার গ্রহণের সময় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারটিকে বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট অর্জন হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং এটি বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রতি উৎসর্গ করেন।

## নমনীয় এবং সম্ভাবনাময়

২০১১ সালে লন্ডনে 'গ্লোবাল ডাইভারসিটি' পুরস্কার অর্জন করে বাংলাদেশ। ব্যবসায়ে সমতা ও বৈচিত্র্য উন্নয়নে কর্মীবৃন্দ, ব্যবসায়, কর্পোরেট, নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং সরকারের অর্জনকে বিশেষভাবে স্বীকৃতি দিতে 'গ্লোবাল ডাইভারসিটি' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির নমনীয়তা এবং সম্ভাবনার দিকগুলো সম্প্রতি বিশ্বের অনেক শীর্ষস্থানীয় অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে আলোচিত হচ্ছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম, জনসংখ্যা-বিষয়ক এবং সামাজিক উন্নয়নে উদীয়মান দেশ হিসেবে প্রথম সারির পাঁচটি দেশের মধ্যে (ভিয়েতনাম, কাজাখস্তান, কেনিয়া এবং নাইজেরিয়া সহ) বাংলাদেশ একটি বলে উল্লেখ করেছেন জেপি মরগান। গোল্ডম্যান স্যাক্স-এর গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিআরআইসি দেশগুলোর সাথে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল সম্ভাবনায় পরবর্তী এগারোটি (এন-১১) দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নারী শিক্ষা, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নারীর অংশগ্রহণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মতো কয়েকটি প্রধান প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্য অর্জনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্ববাসীর কাছে উদাহরণ হয়ে উঠেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিগত কয়েক দশক ধরে বেসরকারি খাত এদেশে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে এবং

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে বেসরকারী খাত যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে সরকার কর্তৃক বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আর্থিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) গঠনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

## নাগরিকের দোরগোড়ায় সেবা

১০ জুন ২০১৪ সালে "আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন: ই-গভর্নেন্স" বিভাগে ডব্লিউএসআইএস প্রজেক্ট পুরস্কার অর্জন করে বাংলাদেশ। "নাগরিকদের দোরগোড়ায় সেবা" স্লোগান নিয়ে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এটুআই হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া। ইউএনডিপি এবং ইউএসএআইডি-এর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশ সরকার এটুআই প্রোগ্রাম-এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নেতৃত্বে এটুআই-এর সেবা পৌঁছে দিতে ৪৫০০-এরও বেশি আইসিটি ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি মালিকানাধীন সেবা প্রদান আউটলেট স্থাপিত হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি থেকে শুরু করে সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক পরিসরে এটুআই বহুমাত্রিক প্রভাব বিস্তার করেছে। "জনগণকে সেবার জন্য কোথাও যেতে হবে না, কারণ সেবাই পৌঁছে যাবে জনগণের কাছে" এটুআই এর এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সেবা সরবরাহ রূপান্তরের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

## মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

২০০৮ সালে ইউএনডিপি'র মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে ১৭৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ০.৫২৪ এইচডিআই পয়েন্ট নিয়ে ১৪৭তম স্থান পায়, এ অবস্থান মানবসম্পদ উন্নয়নের মাঝারি পর্যায় নির্দেশ করে।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের জন্য তিনটি বিভাগে বাংলাদেশ ২০১৪ সালে আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। সবচেয়ে সেরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সনাক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে দুই বছর পর পর ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন আইটি (ডব্লিউসিআইটি)-এর সাথে যৌথভাবে ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিস (ডব্লিউআইটিএসএ) গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। সামাজিক, সরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তি বিশেষের সুবিধার্থে আইসিটি'র ব্যবহারের বিশেষ অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন সংস্থাকে এই সম্মানজনক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতার দুই বছর পর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে আইটিইউ-এর সাথে যুক্ত হয়। ই-অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে ২০১০-২০১৪ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশ আইটিইউ-এর কাউন্সিল মেম্বার নির্বাচিত হয়। জেনেভায় অনুষ্ঠিত ডাব্লিউএসআইএস+আইটিইউ-এর ১০টি উচ্চ পর্যায়-এ বাংলাদেশ 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি ২০১৪' পুরস্কার অর্জন করে।

*বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সাউথ সাউথ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সভাপতি ফ্রান্সিস লরেনজোর কাছ থেকে ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর "সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড" গ্রহণ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা*

## অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি

মানব উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য আইসিটি'র সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার ২০২১ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশের মূল ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়নে ২০২১ লক্ষ্যমাত্রা এবং এর সহযোগী পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ নির্ধারণ করা হয়, যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করবে।

'ভিশন ২০২১'-এর লক্ষ্য হলো আইসিটি'র যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সম্পদশালী ও আধুনিক অর্থনীতির দেশে পরিণত করা। স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা; দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা; সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা; সাশ্রয়ী মূল্যে নাগরিকসেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য আইসিটি'র ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বহুমুখী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে জাতীয় আইসিটি নীতিমালা গ্রহণ করে।

## আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ

কারো প্রতি বিদ্বেষ না রেখে বরং সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে বাংলাদেশ। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালে এবং পুনরায় ২০০০ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে দুইবার নির্বাচিত হয়। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

**আইটিইউ কাউন্সিলে প্রার্থীতার জন্য সমর্থন প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ**

৪১তম জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে শীর্ষ সেনা সহায়তাকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার প্রতি বাংলাদেশের গভীর অঙ্গীকারের সাক্ষ্য বহন করে।

## আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (সাফটা), দি এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) এবং দি বে অব বেঙ্গল ইনেশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল, টেকনিকাল অ্যান্ড ইকোনোমিক কোঅপারেশন (বিআইএমএসটিইসি) সহ বাংলাদেশ সফলভাবে বেশ কিছু আঞ্চলিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পন্ন করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা)-এর সমন্বয়ে গঠিত আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম সার্ক গঠনে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ সার্কের সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেছে এবং সার্কের চলমান আঞ্চলিক কার্যক্রমে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে জোরালোভাবে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ দি বে অব বেঙ্গল ইনেশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন (বিমস্টেক)-এর সক্রিয় সদস্য। এটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার সাথে দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যুক্ত রয়েছে। এর অন্যান্য সদস্য দেশগুলো হলো: ভারত, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভুটান এবং নেপাল। ২০১৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বিমস্টেক-এর স্থায়ী সচিবালয় উদ্বোধন করা হয়।

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ ওআইসি-এর সদস্য হিসেবে অনুমোদন পায়। তারপর থেকেই বাংলাদেশী বৈদেশিক নীতির একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো অন্যান্য ইসলামিক রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা। ১৯৮৩ সালে রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওআইসি-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক আয়োজন করে বাংলাদেশ। জেদ্দায় ওআইসি-এর মহাপরিচালকদের একজনের প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলাদেশ।

এছাড়াও উন্নয়নশীল ৮ (ডি৮)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাতটি সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। ডি৮ হলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোট যা গ্রামীণ উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যাংকিং, কৃষি, মানবিক উন্নয়ন, শক্তি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং আর্থিকসহ আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করে।

বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের অনানুষ্ঠানিক জোট "গ্রুপ অব ৭৭"-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮২-৮৩ সালে বাংলাদেশ গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। উন্নয়নশীল দেশের "গ্রুপ অব ৪৮"-এ বাংলাদেশ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে।

## এগিয়ে যাবার পথ

নারী শিক্ষা, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নারীর অংশগ্রহণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মতো কয়েকটি প্রধান প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশের অর্থনীতির নমনীয়তা এবং সম্ভাবনাকে ভালো বলে উল্লেখ করা করেছে।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার পাশাপাশি ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকারকে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নে আইসিটি-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। দুর্নীতি হ্রাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার পাশাপাশি জনগণের সম্পৃক্ততা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আইসিটির সম্ভাবনাময় দিকের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

বাংলাদেশ অতীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে অবদান রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

*আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, এম.পি আইটিইউ সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামাদুন আই টরে'র কাছ থেকে সম্মানজনক আইটিইউ ই-গভর্নেন্স পুরস্কার গ্রহণ করছেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জনাব কবির বিন আনোয়ার, প্রকল্প পরিচালক, এক্সেস টু ইনফর্মেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এবং আইটিইউ'র ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল হওলিন ঝাও*

# বাংলাদেশে সিটিও'র ৫৪তম বার্ষিক টেলিযোগাযোগ ফোরাম অনুষ্ঠিত

জাতিসংঘের টেলিযোগাযোগের বিশেষ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর কাউন্সিল সদস্যপদ ধরে রাখতে অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর সমর্থন প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন কাউন্সিল নির্বাচনে আইটিইউ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

*সিটিও ফোরামে অন্যান্য বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সাথে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, এম.পি; সিটিও সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর টিম আনউইন এবং বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস*

২০১৪ সালের ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর ৫৪তম বার্ষিক টেলিযোগাযোগ ফোরামে বাংলাদেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এই আহ্বান জানান।

বর্তমানে বাংলাদেশ আইটিইউ-এর নির্বাহী পরিষদের একটি সদস্য রাষ্ট্র এবং 'ই-অঞ্চল' নামে পরিচিত এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া অঞ্চল থেকে আবারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে, যেখানে প্রায় ১৮টি দেশ জাতিসংঘের ১২ সদস্যের নির্বাহী কমিটির জন্য প্রতিযোগিতা করবে।

কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, "তথ্য ও টেলিযোগাযোগ খাতে অগ্রগতি সাধনের পর বাংলাদেশ সরকার এখন দারিদ্র্য হ্রাস করতে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল করার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে।"

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন (সিটিও)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মন্ত্রী মহোদয় এই বক্তব্য পেশ করেন।

তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করতে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো তাদের টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি এদেশের সাথে বিনিময় করবে বলে আমি আশা করছি।"

অনুষ্ঠানে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেন যে, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতের জ্ঞান আদানপ্রদানে এগিয়ে আসা উচিত। তিনি আরো বলেন সিটিও হলো টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান বিনিময়ের একটি উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস; কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন (সিটিও)-এর সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর টিম আনউইন; সিটিও চেয়ারম্যান জুমাকান্ডি; নাইজেরিয়ান কমিউনিকেশন কমিশনের এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান ড. ইউজিন জুওয়াহ; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সেক্রেটারি জনাব ফাইজুর রহমান চৌধুরী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম খান।

*সিটিও ফোরামের প্যানেল আলোচনায় অন্যান্য আলোচকবৃন্দের সাথে এমটব সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবীর*

সিটিও-এর সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর টিম আনউইন বলেন, "লক্ষ্যণীয় বিষয় যে বর্তমানে প্রতিটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আইসিটি। কিন্তু এর মধ্যে কিছু গুরুতর বৈষম্য রয়েছে যা মোকাবেলা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, পথশিশু এবং সামাজিকভাবে বহির্ভূত অন্যান্য মানুষের জীবন পরিবর্তনের

উপায় খুঁজে বের করা। আর এটিই সিটিও-এর প্রধান লক্ষ্য এবং সকলের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান একে অপরের সাথে বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই এই বার্ষিক ফোরাম আয়োজন করা হয়েছে। সকলের মানুষের আগ্রহের প্রেক্ষিতে এটিকে কমিউনাল আলোচ্যসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।"

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন যে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে স্বল্পমূল্যে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ সরবরাহ এবং নিজস্ব ভাষার কনটেন্টের মাধ্যমে ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

*বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে স্বল্পমূল্যে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ সরবরাহ এবং নিজস্ব ভাষার কনটেন্টের মাধ্যমে ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি*

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সিটিও-এর প্যানেল অধিবেশনে মননীয় মন্ত্রী ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে আইসিটি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবধান মিটিয়ে সেতুবন্ধন তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়াও সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার ও বোঝার ক্ষমতা নিশ্চিত করতে ইন্টারনেটের বিষয়বস্তু মাতৃভাষায় করার প্রতি জোর দেন তিনি।

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব)-এর সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবীর নীতি নির্ধারক এবং এই শিল্পখাত সংশ্লিষ্ঠ অংশীদারদের পরামর্শক্রমে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ জোর দেন। এছাড়াও নীতিমালা নতুন প্রযুক্তির সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ করে হালনাগাদ করতে হবে বলে জানান। তাহলেই নীতিমালা এই শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রেখে দেশের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সিটিও-এর মোট ৫৩টি সদস্য রাষ্ট্র ফোরামে অংশগ্রহণ করে, যেখানে তারা টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে নিজেদের মতামত ও জ্ঞান একে অপরের সাথে আদান প্রদান করে।

## সিটিও'র নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয় নাইজেরিয়া

কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন (সিটিও)-এর কাউন্সিল এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে নাইজেরিয়া; এর আগে ছিল কেনিয়া। ১১ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে ঢাকা, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সংস্থার বার্ষিক কাউন্সিল সভা চলাকালে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

নাইজেরিয়ান কমিউনিকেশন কমিশনের এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান ড. ইউজিন জুওয়াহ পশ্চিম আফ্রিকান দেশের পক্ষ হতে এই মর্যাদাপূর্ণ পদ গ্রহণ করে বলেন-"এই পদে নির্বাচিত হয়ে আমরা ভীষণ আনন্দিত এবং গর্বিত। পাশাপাশি আমরা আইসিটিফরডি প্রচেষ্টার ব্যবস্থাপনায় দিকনির্দেশনা অব্যাহত রাখতে সকল সদস্যের সাথে কাজ করতে আগ্রহী।"

এর পূর্বে ড. জুওয়াহ সিটিও-এর প্রথম সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পদে ২০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসহ আইটি ও টেলিযোগাযোগ খাতে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ২০১০ সালের জুলাইয়ে তিনি তাঁর বর্তমান পদে নাইজেরিয়ান কমিউনিকেশন কমিশনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি জরুরি যোগাযোগ সেবা চালুসহ মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি, সিম কার্ড রেজিস্ট্রেশন এবং নাইজেরিয়ায় ব্রডব্যান্ড ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেনিয়ার কমিউনিকেশন কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক পরিচালক এবং সিটিও চেয়ারম্যান জুমাকান্ডির কাছ থেকে তিনি সিটিও-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

# জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালার গুরুত্ব

বিশ্বের অধিকাংশ দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), বিশেষ করে ব্রডব্যান্ডের ক্রমোন্নতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আন্তর্জাতিক তথ্য অর্থনীতির অংশ হতে হলে দেশগুলোর প্রয়োজন শক্তিশালী নীতি কাঠামো, যা বর্তমান প্রযুক্তির প্রতিযোগিতামূলক বাজার উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বৃহৎ আকারে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি ভবিষ্যতে ব্রডব্যান্ড সেবার টেকসই ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করবে। বর্তমানে ব্রডব্যান্ড বিস্তারলাভ করছে এবং মোবাইল ব্রডব্যান্ড, যার ব্যবহার এ বছরের শেষ নাগাদ বিশ্বব্যাপী ৩২ শতাংশে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা ২০১১ সালের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ এবং ২০০৯ সালের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি। আর এখনো এই খাতে অনেক সম্ভাবনা বাকি পড়ে আছে। এখনও বিশ্বের চারশ' কোটি মানুষ এ সেবার বাইরে রয়েছে, যারা বঞ্চিত হচ্ছে অনলাইন জগতের সুবিধাগুলো থেকে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক নেতৃস্থানীয় ইউএন সংস্থা আইটিইউ এই বিষয়টিকে যে অন্যতম অগ্রাধিকার বিবেচনা করছে তা উঠে এসেছে তাদের ব্রডব্যান্ড উদ্যোগের উদ্বোধন এবং ২০১০ সালে ইউনেস্কোর সাথে ব্রডব্যান্ড কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ২০১১ সালে লিডারশীপ সামিটে কমিশন ব্রডব্যান্ড নীতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির বিষয়ে বেশকিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করে। ব্রডব্যান্ড নীতিমালার প্রথম লক্ষ্য হলো ২০১৫ সালের মধ্যে এটাকে সার্বজনীন করা এবং জাতীয় ব্রডব্যান্ড পরিকল্পনার নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

প্রযুক্তি কিভাবে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে তার লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় ব্রডব্যান্ড পরিকল্পনা সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) মধ্যে ব্রডব্যান্ডের অন্তর্ভুক্তি দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখছে এবং প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার আমাদের জীবনযাপনে নানা দিক দিয়ে পরিবর্তন বয়ে আনছে। ব্রডব্যান্ডকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে কিছু লক্ষ্যমাত্রা যেমন– ব্যবহার, গতি ও সেবার মান নির্ধারণসহ নীতিমালার চিহ্নিত জটিলতাগুলোর নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দিকেই সীমাবদ্ধ নয় বরং দেশের মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিও রয়েছে তাদের।

২০১৩ সালের শুরুতেই প্রায় ১৩৪টি বা ৬৯ শতাংশ দেশে ব্রডব্যান্ড (টেলিযোগাযোগ নীতিমালা ও তথ্য সংঘ কৌশল ব্যতীত) উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা, কৌশল বা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া সরকারের সহযোগিতায় আইটিইউ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ১৭টি দেশে জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতি/পরিকল্পনার খসড়া তৈরিতে সহায়তা করেছে।

## বাংলাদেশের জন্য জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি

সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা এবং বাংলাদেশে একটি দীর্ঘমেয়াদী টেলিযোগাযোগ খাত প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে আইটিইউ বাংলাদেশের জন্য জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা (এনটিপি) তৈরি করেছে। ফলে আশা করা যাচ্ছে যে, অবিলম্বে এদেশে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালার বাস্তবায়ন হবে; তবে অনেকগুলো লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা বা পরিপূর্ণ সুবিধা হাতে পাওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা (এনটিপি) সুদূর প্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা (এনটিপি) দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে এবং

নীতি নির্ধারণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর সার্বক্ষণিক পথপ্রদর্শক এবং দীর্ঘমেয়াদের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গঠন করা হয়েছে। সার্বক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ টেলিযোগাযোগ সমস্যাগুলোর সমাধান নিশ্চিত করতে এটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন, কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুততার সাথে এটা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ২০৩০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার যে আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জাতীয় নীতিমালায় গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতিচ্ছায়া জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালায় রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন এবং স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করার চালিকাশক্তি সনাক্তকরণসহ এই লক্ষ্যমাত্রায় আরো অনেক উপাদান বিদ্যমান। প্রতিযোগিতামূলক বাজার, বিনিয়োগ, মানুষের

বাংলাদেশকে একীভূত করতে সাহায্য করবে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা। এছাড়াও এটা এক প্রজন্মের মধ্যেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মাধ্যমে পুরো দেশের চাহিদা মেটাতে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সেবা উন্নত করার পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে তথ্য-যোগাযোগ, গণমাধ্যম এবং বৈদ্যুতিক বাণিজ্য খাতের নীতিমালার সাথে টেলিযোগাযোগ নীতিমালার সমন্বয়সাধন করবে।

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা যে পদ্ধতিতে গঠন করা হয়েছে তা পরবর্তী ১৫ থেকে ২০ বছরের জন্য প্রাসঙ্গিক হবে, এবং এই শিল্পখাতের কাঠামো এবং এর সেবার প্রকৃতি নিশ্চিতভাবে কোনোকিছু না পাওয়া পর্যন্ত এই নীতিমালাই প্রযোজ্য হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। তবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে হলে এটির নিয়মিত পর্যালোচনা প্রয়োজন হবে।

## জাতীয় টেলিযোগাযোগের মূলনীতিসমূহ

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং জাতীয় কল্যাণে গৃহীত অন্যান্য উদ্যোগকে সহায়তা করাই জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালার লক্ষ্য। কিছু সুস্পষ্ট নীতিমালা এই লক্ষ্য অর্জনের পথে দিকনির্দেশনা দেবে। নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো বাংলাদেশের জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালার পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে:

বাজার-চালিত: শক্তিশালী বাজারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমাণে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো বিধান এবং সেবা সরবরাহ হতে হবে। যতক্ষণ না সরকার এই খাতের সেবাসমূহের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত ছোট থেকে মাঝারি বাণিজ্যে এসব সেবা টেকসই হবে না।

সর্বজনীন সেবা নিশ্চিতকরণ: সকল বাংলাদেশী মানুষ এবং জনগোষ্ঠীর জন্য আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করা জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালার অন্যতম মূলনীতি। সর্বজনীন সেবা বলতে সহজলভ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা এবং ব্যবহার করার সক্ষমতাকে বোঝায়। আর এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বজনীন সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে, সরকারকে জনসাধারণের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় শক্তিশালী বাজারের মাধ্যমে সেবা প্রদান সম্ভব হবে না।

ক্রয়ক্ষমতা: টেলিযোগাযোগ সেবা বাংলাদেশের সকল মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকতে হবে।

নেতৃত্ব: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পর্যায়ের সর্বস্তরে বিশেষ করে বেসরকারি খাতে উদ্ভাবনী অ্যাপ্লিকেশন এবং এর ব্যবহারকে নেতৃত্ব দিতে উৎসাহ দিবে এই নীতিমালা। এছাড়াও নিজস্ব প্রক্রিয়া রূপান্তরে সরকারের সুস্পষ্ট নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে, এবং সরকারি খাতের জন্য টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা সহজলভ্য করার সুযোগ আরো বৃদ্ধি হবে।

স্বচ্ছতা: নীতি পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

> *প্রযুক্তি কিভাবে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে তার লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় ব্রডব্যান্ড পরিকল্পনা সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়*

## শেষ কথা

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে গৃহীত এদেশের নিজস্ব বৃহত্তর জাতীয় নীতির লক্ষ্যকে স্বীকৃতি দেয়। আর এই বৃহৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন এবং দেশজুড়ে সাশ্রয়ী মূল্যে আধুনিক ও উদ্ভাবনী টেলিযোগাযোগ সেবা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রয়োজন, ব্রডব্যান্ডের পূর্ণ রূপান্তরযোগ্য ক্ষমতা যে ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, বিদ্যুৎ, পরিবহণ ইত্যাদি খাতের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এবং নতুনত্বে সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন আইসিটি/ব্রডব্যান্ড সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য এই খাতজুড়ে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারক ও নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বাংলাদেশে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা অনুসরণের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়নের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য: এশিয়া এবং প্যাসিফিক-এর আইটিইউ আঞ্চলিক অফিসের আঞ্চলিক পরিচালক সমীর শর্মার কাছ থেকে এই বার্তা এসেছে। কর্মশালায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও তিনি জিএসএমএ এমটব সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

GSMA

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

# জিএসএমএ-এমটব কর্মশালায় বাংলাদেশে মোবাইল সম্ভাবনার নয়া দিগন্ত উন্মোচন

টেলিযোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধির ধারাকে আরো তরান্বিত করতে নতুন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ করে দেশের এক দশক পুরনো নীতিমালা সংশোধন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় জিএসএমএ এবং এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব)।

এমটব-এর সহযোগিতায় জিএসএমএ আয়োজিত “বাংলাদেশে মোবাইলের সম্ভাবনা উপলব্ধি” শীর্ষক কর্মশালায় এই আহ্বান জানানো হয়।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী এম.পি বলেন যে, মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত অপরিহার্য একটি খাত, যে খাতটি ছাড়া আজ আর কোনো প্রকার উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভবপর নয়।

এমটব/জিএসএমএ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। এছাড়াও তিনি এই খাতের অবদান বিবেচনা করে সরকারের পক্ষ হতে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

*“বাংলাদেশে মোবাইলের সম্ভাবনা উপলব্ধি” শীর্ষক জিএসএমএ-এমটব কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন আইরিন ইং, হেড অব এশিয়া, জিএসএমএ*

এশিয়া অঞ্চলের জিএসএমএ প্রধান আইরিন ইং বলেন যে, মোবাইল খাত ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। কিন্তু, বাংলাদেশে মোবাইলের পূর্ণ সম্ভাবনাময় দিকটি অনুধাবন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আরো অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মূল পদক্ষেপ হিসেবে শুরুতেই বাংলাদেশের আইনগত এবং নীতিগত অবকাঠামো পর্যালোচনা করা দরকার। বিশেষ করে ১৯৯৮ সালের জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা নতুন প্রযুক্তির সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ করে হালনাগাদ করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আর্থিক বিষয়াদী মোবাইল সেবায় অন্তর্ভুক্ত করলে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর লক্ষ্য প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব ফাইজুর রহমান চৌধুরী তার মূল্যবান বক্তব্যে বলেন যে, আইটিইউ এবং নীতিনির্ধারকদের সহযোগিতায় টেলিযোগাযোগ বিভাগ একটি কার্যকর টেলিযোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। থ্রিজি প্রযুক্তি চালু হওয়ার পর থেকে মোবাইল ইন্টারনেটের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোবাইল ইন্টারনেটের কারণে মোবাইল কভারেজ ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭০ শতাংশেরও বেশিতে পৌঁছেছে। তিনি আরো বলেন প্রযুক্তির টেকসই প্রবৃদ্ধির মাধ্যমেই সরকারের দারিদ্র্যমুক্ত এবং মধ্যম আয়ের দেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

এমটব-এর চেয়ারম্যান জিয়াদ শাতারা বলেন– গ্রাহক এবং সেবার দিকে থেকে বিশ্বব্যাপী মোবাইল শিল্পখাতের বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

বিশ্বজুড়ে নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রক, মোবাইল অপারেটর এবং অন্যান্য অংশীদারদের মূল্যবান সম্পর্ক উন্নয়নে জিএসএমএ-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা করেন বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড-এর সিইও জিয়াদ শাতারা। তিনি আরো বলেন, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি টেলিযোগাযোগ খাতের অংশ হতে পেরে মোবাইল অপারেটররা সত্যিই গর্বিত।

মোবাইল প্রযুক্তিকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে এই খাতের কর নীতিকে আরো বিনিয়োগ-বান্ধব হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

এমটব-এর ভাইস চেয়ারম্যান এবং গ্রামীণফোনের সিইও বিবেক সুদ মোবাইল আর্থিক সেবা দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য

মোবাইল ফোন অপারেটরদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই সেবায় মূল্যবান টেলিযোগাযোগ সম্পদ ব্যবহার করা হয় আর তাই এর জন্য মোবাইল অপারেটরদের অবদান স্বীকার করা উচিত।

মোবাইল কোম্পানিগুলোর প্রতি গ্রাহকের বিশ্বাস হারিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস। তিনি বলেন– গ্রাহকদেরকে নিয়ন্ত্রক সংস্থার মুখোমুখি দাঁড় না করিয়ে তাদের সমস্যার সমাধানে মোবাইল অপারেটরদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো স্বীকার করেন যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সাথে সাথে সেবার বৈচিত্র্য বাড়তে থাকায় মোবাইল সেবার পুরো কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা নিয়ন্ত্রক সংস্থার একার পক্ষে খুব কঠিন। নিয়ন্ত্রকদের অপারেটরদেরকে সহযোগিতা করার ক্ষমতা আরো বাড়াতে হবে। গ্রাহকের সন্তুষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রক এবং অপারেটর উভয়কে একসাথে কাজ করার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

*জিএসএমএ-এমটব কর্মশালায় বিশেষ অতিথি'র বক্তব্য রাখছেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস*

এমটব-এর সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবীর বলেন, "সরকারি প্রতিনিধিদের সাথে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের কার্যক্রম পরিচালনার আইনগত নীতি ও নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো পুনর্বিবেচনার পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ২০২১ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী বিশেষ কিছু নীতি সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়াও সরকারের '২০১০-২০২১ পরিকল্পনা'র সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ভবিষ্যতের যেকোনো লক্ষ্য যেমন, '২০৪১ লক্ষ্যমাত্রা' নির্ধারণের বিষয়াদী সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।"

"প্রবৃদ্ধির জন্য কাঠামো: বাংলাদেশে নীতি কাঠামো" শীর্ষক সকালের অধিবেশন পরিচালনা করেন এই খাতের নেতৃস্থানীয় নীতি বিশেষজ্ঞ এবং আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স-এর প্রেসিডেন্ট জনাব আফতাবুল ইসলাম। এই অধিবেশনের প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন গ্রামীণফোন লিমিটেড-এর সিইও বিবেক সুদ, রবি আজিয়াটা লিমিটেড-এর সিইও সুপুন বীরসিংহে, বিজনেস ইনেশিয়েটিভ লিডিং ডেভলপমেন্ট (বিইউআইএলডি)-এর সিইও ফিরদৌস আরা বেগম এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস (বিএএসআইএস)-এর প্রেসিডেন্ট শামীম আহসান।

"নীতিমালা থেকে বাস্তবায়ন: মোবাইল খাতের সংজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ" শীর্ষক সকালের ২য় অধিবেশন পরিচালনা করেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডঃ এম রোকোনুজ্জামান। অধিবেশনের প্যানেল আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড-এর সিইও জিয়াদ শাতারা, এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সিওও রজনীশ কাউল এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ।

"মোবাইল খাতের বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি: তরঙ্গ বরাদ্দ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের পথে" শীর্ষক বিকেলের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন রবি আজিয়াটা লিমিটেড-এর টেকনোলজি প্ল্যানিং-এর ইভিপি সোমনাথ মহলানাবীশ, গ্রামীণফোন লিমিটেড-এর ডিরেক্টর মোঃ মুনির হাসান, এরিকসন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সিটিও আব্দুস সালাম এবং হুয়াওয়ে বাংলাদেশের সিটিও কোলেন সি। এই বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা করে এপিএসি-এর স্পেক্ট্রাম পলিসি অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইসর জিও গুয়ান।

"সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা" শীর্ষক প্রতিবেদন উপস্থাপন টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক নীতিমালা এবং সর্বোত্তম অনুশীলন বিষয়ক সংস্থা টেকপোলিস-এর সিইও রিকার্ডো তাভারেস।

*জিএসএমএ-এমটব কর্মশালার প্যানেল আলোচনায় উপস্থিত আলোচকবৃন্দ*

"কার্যক্রমের জন্য কাঠামো: সরকার ও শিল্পখাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব উন্নয়ন" শীর্ষক সমাপনী অধিবেশন পরিচালনা করে এমটব। অধিবেশনে সমাপনী বক্তব্য রাখেন এমটব-এর সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবীর।

# এমটব
## সদস্যদের কার্যক্রম

এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেডের সিইও ও এমডি পিডি শর্মা অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে এয়ারটেলের অনন্য ট্যারিফ প্ল্যান "সবাই এক" এর উদ্বোধন করেন। "সবাই এক" এর মাধ্যমে গ্রাহকরা বাংলাদেশের সব অপারেটর নাম্বারের সাথে ১ পয়সা/সেকেন্ড ফ্ল্যাট রেটে ২৪ ঘণ্টা নির্বিঘ্নে কথা বলার সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। বাজারে এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম, যা সহজ ও স্বচ্ছ মোবাইল ট্যারিফের সাহায্যে গ্রাহকদের মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়ে এয়ারটেলের ব্যবসায় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে

এ বছর "আমরাই সমাধান" স্লোগান নিয়ে 'আন্তর্জাতিক সমুদ্র উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবস ২০১৪' পালন করে বাংলালিংক এবং কেওক্রাডং বাংলাদেশ

# এমটব
## সদস্যদের কার্যক্রম

Citycell

*ক্যাপ্টেন কাপ গলফ টুর্নামেন্ট ২০১৪ স্পন্সর করে সিটিসেল। এই টুর্নামেন্টের আয়োজক ছিল কুর্মিটোলা গলফ ক্লাব। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সিটিসেল এবং কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চীফ অব এয়ার স্টাফ এয়ার মার্শাল মোহাম্মদ এনামুল বারী, এনডিইউ, পিএসসি এবং সিটিসেল'র হিউম্যান রিসোর্সেস ডিরেক্টর সুমন ভট্টাচার্য*

grameenphone

*বাংলাদেশে স্মার্টফোনের জন্য ফায়ারফক্স অপারেটিং সিস্টেম চালু করে মজিলা। এ কার্যক্রমে সহযোগী অপারেটর গ্রামীণফোন এবং ডিভাইস পার্টনার সিম্ফনি*

# এমটব
## সদস্যদের কার্যক্রম

রবি

আইবিএ-তে অনুষ্ঠিত হয় রবির ক্যারিয়ার কার্নিভাল, যেখানে শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী এবং চাকরি প্রার্থীদের নানা রকম পরামর্শ দিতে কার্নিভালে RobiYouthClub.com নামে বাংলাদেশে এ ধরনের প্রথম ওয়েবসাইট চালু করা হয়

TeleTalk
আমাদের ফোন

দেশজুড়ে পেমেন্ট সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সিটি ব্যাংকের সাথে পেমেন্ট সমাধান চুক্তি (বিইএফটিএন) স্বাক্ষর করে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড। সিটি ব্যাংকের এমডি এবং সিইও সোহেল আর. কে. হুসেইন এবং টেলিটক বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গিয়াস উদ্দিন আহমেদের উপস্থিতিতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন ফারুক আহমেদ, জিএম, ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, টেলিটক এবং শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সিটি ব্যাংক

# এমটব

## সহযোগী সদস্যদের কার্যক্রম

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এরিকসন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্রি ওয়াই-ফাই সেবা চালু করা হয়*

*চুয়েটে অনুষ্ঠিত হুয়াওয়ে'র আইসিটি প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি*

*এক বৈঠকে উপস্থিত জেডটিই দল*

# এমটব কার্যক্রম

২০১৪ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশে মোবাইলের সম্ভাবনা উপলব্ধি" শীর্ষক জিএসএমএ-এমটব কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দিচ্ছেন এমটব চেয়ারম্যান জিয়াদ শাতারা

২০১৪ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশে মোবাইলের সম্ভাবনা উপলব্ধি" শীর্ষক জিএসএমএ-এমটব কর্মশালায় "প্রবৃদ্ধির জন্য কাঠামো: বাংলাদেশে নীতি কাঠামো" শীর্ষক অধিবেশনের প্যানেল আলোচকবৃন্দ। অধিবেশনটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জনাব আফতাব উল ইসলাম

# বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
রাজধানী: ঢাকা
আয়তন: ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার
মোট জনসংখ্যা: ১৬ কোটি
জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১,০১৫ (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)
রাষ্ট্রভাষা: বাংলা
মুদ্রা: টাকা
মাথাপিছু বার্ষিক জিডিপি: ১,১১৫ মার্কিন ডলার
সাক্ষরতার হার: ৫২%
টেলি-ব্যবহারের হার: ৭৫%
ইন্টারনেট ব্যবহারের হার: ২৫%
অনূর্ধ্ব ৩৪ বছর বয়সী জনসংখ্যা: ৬৩%
গড় আয়ু: ৫৯ বছর
মোবাইল কভারেজ: মোট জনসংখ্যার ৯০%

*বিবিএস, মার্চ ২০১১ (সমন্বয়কৃত)

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

বাড়ি ৭ (২য় তলা), রোড ৫৬, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
info@amtob.org.bd, www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদক: টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব। দ্বিমাসিক নিউজলেটার “ConneXion” এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। বাড়ি ৭ (২য় তলা), রোড ৫৬, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩৩৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১, ই-মেইল: connexion@amtob.org.bd, info@amtob.org.bd

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: বেঞ্চমার্ক পি আর | www.benchmarkpr.com.bd